বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। বিজয়ের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি দেশবাসী ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশীকে জানাই বিজয় অভিনন্দন।

স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এ অর্জনের পেছনে রয়েছে শোষণ-বঞ্চনার পাশাপাশি রক্তঝরা সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হয়েছিল দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম ও নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়। তাঁরই নেতৃত্বে ও দিকনির্দেশনায় দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এ দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আমি আজ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। বিজয়ের এই দিনে আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, চূড়ান্ত যুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, বিদেশি বন্ধু, যুদ্ধাহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যসহ সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। জাতি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য। জাতির পিতা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ও অবকাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ তাঁর পরিবারের আপনজনদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রা থমকে দাঁড়ায়। উত্থান ঘটে বৈরশাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকারের। দেশে আজ মুক্তিযুদ্ধের পতাকাবাহী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ভিশন ২০২১', 'ভিশন ২০৪১' এবং শতবর্ষ মেয়াদি 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' প্রণয়ন করেছেন। জাতিসংঘে ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০' অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা এসব মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য। দেশের জনগণ ইতোমধ্যে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল পেতে শুরু করেছে। ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এখন দৃশ্যমান। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো মেগাপ্রকল্প। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজ অভিজাত স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ। তবে উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জনগণের আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নকে টেকসই ও বেগবান করতে জনগণকে ইতিবাচক, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উন্নয়ন যাত্রায় সামিল হতে হবে।

'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে বৈরিতা নয়,' জাতির পিতা ঘোষিত এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমি এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মিয়ানমারসহ জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদযাপিত হবে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি অনুষ্ঠানই বাঙালি জাতির ইতিহাসে অনন্য মাইলফলক। দলমত নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠান দুটির উদযাপনে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমার বিশ্বাস। লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। তাই আসুন মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও বেশি অবদান রাখি এবং দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেই। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হোক, মহান বিজয় দিবসে-এ আমার প্রত্যাশা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

১৬ ডিসেম্বর-নূতন সূর্যোদয়

প্রফেসর আবদুল মান্নান

৪৯তম বিজয় দিবসের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লক্ষ শহিদ, দুই লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি রইলো সালাম ও শ্রদ্ধা। একই সাথে স্মরণ করছি মিত্রবাহিনীর সেই সব শহিদদের যারা ১৯৭১ সালে বাংলা ও বাঙালির মুক্তির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এবারের বিজয় দিবসের একটি ভিন্ন তাৎপর্য আছে। আগামী ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর কাউন্ট ডাউন শুরু হবে। পরের বছর, ২০২১ সালে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবে। একটি ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে যে দেশটি একাত্তরে জন্ম নিয়েছিল সেই দেশটি এখন সাবালকত্ব অতিক্রম করছে। জন্মলগ্নে বিশ্বের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, আন্তর্জাতিক সংস্থার বড়ো বড়ো কর্তা ব্যক্তিরা যে বাংলাদেশের কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি সেই বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের কাছে এক বিস্ময় আর উন্নয়নের রোল মডেল। যাত্রার শুরুতেই বর্তমান বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন একজন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বিদেশি সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই বাংলাদেশকে তিনি কীভাবে টেনে তুলবেন ? বঙ্গবন্ধু বেশ দৃঢ়তার সাথে জবাব দিয়েছিলেন, "আমার উর্বর জমি আছে, আমার পরিশ্রমী মানুষ আছে, তারাই আমার সম্পদ। তারাই আবার বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন" । বঙ্গবন্ধুর এই দৃঢ়তেতা জবাব বাংলাদেশের শত্রুদের পছন্দ হয়নি। তারাই তাঁকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যা করেছিল।

একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে টেনে তোলার ব্রত নিয়ে তখন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থরা অক্লান্ত পরিশ্রমে লিপ্ত। পাশাপাশি ঘরে-বাইরে আর একদল ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন তাদের প্রিয় পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশের ধারণা যে ভুল ছিল তা প্রমাণ করতে। এক কথায় ঘরে-বাইরে শত্রু । শত্রুদের হাত অনেক শক্তিশালী ও প্রসারিত। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করেছিলেন সকল বাঙালিকে। সব দেখে শুনে মার্কিন চলচ্চিত্রকার ও সাংবাদিক কেনিন রেফার্টি ১৯৭৫ সালের ৬ জুন লন্ডনের ফিনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকায় লিখেছিলেন "বাংলাদেশ, একটি স্বপ্নের উন্নয়ন যাত্রার মৃত্যু (Bangladesh is the end of a great development dream)" । এর আড়াই মাস পর বঙ্গবন্ধুকে ঘাতকরা সপরিবারে হত্যা করে। নরওয়ের অর্থনীতিবিদ জাস্ট ফ্যান্যাত ও ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জে আর পার্কিনসন স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রার শুরুতে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে কাজ করেছিলেন। ১৯৭৬ সালে তাদের প্রকাশিত গ্রন্থ Bangladesh-the test case of development এ লিখেছেন, "প্রকৃতি, মানুষ নয়, যা বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে... বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান সম্ভব হলে এটি মোটামুটি আস্থার সাথে বলা যায় যে উন্নয়নের কঠিন সমস্যাসমূহও সমাধান সম্ভব। এই অর্থেই বাংলাদেশকে একটি পরীক্ষামূলক উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে (Nature, not man, is in charge of the situation in Bangladesh…if the problem of Bangladesh can be solved, there can be reasonable confidence that less difficult problems of development can also be solved. It is in this sense that Bangladesh is to be regarded as a test case." চার দশক পর বলা যেতে পারে বাংলাদেশ সেই পরীক্ষায় সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে ।

শত শত বছর ধরে বাঙালি নানাভাবে নির্যাতিত ও শোষিত হয়েছে। বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার কখনো বাঙালির হাতে ছিল না। সেই মুঘল আমল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাঙালির ভাগ্যের চাবিকাঠি ছিল অন্যের হাতে। কখনো মুঘল, কখনো নবাব বা জমিদার আবার কখনো বা ইংরেজ বেনিয়াদের হাতে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বাঙালিরা অত্যন্ত জোড়ালো ভূমিকা রেখেছিল । শুরুতে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। চল্লিশের দশক থেকে সেই আন্দোলনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমান ও হিন্দুদের জন্য পৃথক আবাসভূমির ধারণা যুক্ত হয় অথচ ভারতবর্ষের মানুষ মনে করেছিল আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তাঁদেরকে

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি দীর্ঘ তেইশ বছর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ৪৯তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আমি দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহিদ, সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোন এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদেরকে, যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন, বাষট্টি'র শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টি'র ৬-দফা, উনসত্তরের-১১ দফা ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। জাতির পিতা অনুধাবন করেন, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বাঙালি জাতির ওপর অত্যাচার, নির্যাতন ও বঞ্চনার অবসান হবে না। তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা দেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। চলতে থাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি ।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে । নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাক হানাদার এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেন। আমরা পাই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। লাল-সবুজ পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে বিজয়ী বাঙালিরা সেই পতাকা উঁচিয়ে চলছে প্রগতির পথে বাঙালির অভিযাত্রা ।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-ষড়যন্ত্রপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, ক্ষুা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করে দেয়। মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। স্বাধীনতাদ্বেষের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করে, ভূলণ্ঠিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে। পরবর্তীকলে বিএনপি-জামাত জোট সরকার এই ধারা অব্যাহত রাখে ।

অনেক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে দীর্ঘ ১১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটকে বিপুলভাবে বিজয়ী করে। এই সরকার সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করে। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ করে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার টানা তৃতীয়বারের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশ ও জনগণের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত প্রায় ১১ বছরে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কৃটনৈতিক সাফল্যসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। তৃণমূলের জনগণ আজ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি; উন্নয়নের 'রোল মডেল' । আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন করে চলছি ।

আমাদের বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.১৩ শতাংশ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ । দেশে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২১% । আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৯০৯ মার্কিন ডলারে, শিক্ষার হার ৭৩.৬ শতাংশ। দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে ৭২ বছর হয়েছে। পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ সড়ক, রেল, সী যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছি, বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আমরা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমারও শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট প্রযুক্তির অভিজাত দেশের কাতারে যুক্ত হয়েছি। সংবিধান ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে এই সব অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ এবং ইউনেস্কো আগামী বছর যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করবে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে দেশ, গণতন্ত্র ও সরকার বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের এই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিজয় দিবসে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বিজয় দিবসের প্রত্যয় ও প্রত্যাশা

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর শ্রেষ্ঠ ও গৌরবের দিন, জাতির অহংকার ও আনন্দময় 'বিজয় দিবস' । ত্রিশ লক্ষ শহিদের প্রাণ, লক্ষ-লক্ষ মা-বোনের অশ্রু, সম্ভ্রম ও রক্তের বিনিময়ে এই দিনে অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমেই বাঙালি অর্জন করেছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, তার স্বতন্ত্র জাতিসত্তা। বাঙালির অস্তিত্ব সংকৃষ্ণ ও মর্যাদা রক্ষার এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে অন্তর্নিহিত প্রেরণা ছিল সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা, সোনার বাংলা গড়ে তোলা । জাতির পিতা এ স্বপ্নই আমৃত্যু লালন করেছেন । তিনিই আমাদের মহানায়ক । কিন্তু এ রাষ্ট্রের ৪৮ বছরের অভিযাত্রায় বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বার বার হয়েছে বাধাগ্রস্ত, এমন কি প্রতিহত করার অপচেষ্টাও হয়েছে। স্বাধীনতার মাত্র চার বছরের মধ্যেই ঘাতকের নির্মম বুলেটে সপরিবারে জাতির পিতার শাহাদতবরণ, সামরিক শাসন এবং স্বৈরাচারী, গণবিরোধী ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ক্ষমতা দখল জনগণের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নকে করেছে বিলম্বিত । এখন সেই দুঃসময় কেটে গেছে, স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা নানা মাত্রিকতায় প্রাণ্সর হয়ে চলেছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে গণমানুষের প্রত্যাশা ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসঞ্জাত গণতান্ত্রিক, শোষণহীন, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, উন্নত ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ । বাংলাদেশের মহান সংবিধানে জনগণের সেসব স্বপ্নের রূপরেখা সুরক্ষিত হয়েছে । স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র এক বছরের মধ্যেই জাতির পিতার সক্রিয় তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় প্রণীত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান । এ সংবিধানের মূলনীতি 'গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ' । একটি আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা ও লক্ষ্য কী হতে পারে, বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা ও 'দৃঢ় হাতে হাল ধরা নৌকার নাবিক' বঙ্গবন্ধু তা উপলব্ধি করেছিলেন সমাকভাবে। সে অনুযায়ী জনগণের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষার সকল সংস্থানও করেছেন সংবিধানে। প্রস্তাবনা অংশে অঙ্গীকার করা হয়েছে-'গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক সমাজতান্ত্রিক শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে' । এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাপ্রসূত দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় । আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম ভিত্তি ও প্রত্যাশা ছিল সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ।

বিজয়ের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই স্বাধীন মাতৃভূমি ষড়যন্ত্রকারীর আঘাতে হয়েছে রক্তাক্ত ও বিপর্যস্ত । সামরিক জান্তার মদদপুষ্ট 'কতিপয় বিপথগামী উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি' রচনা করে ইতিহাসের কালো অধ্যায়- শোকাবহ ১৫ আগস্ট। এই অপশক্তিই একাত্তরের গণহত্যায় সমর্থনকারীদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল। স্বৈরশাসন এবং স্বাধীনতার চেতনাবিরোধী শক্তির ক্ষমতায় আরোহণের কুফল হিসেবে জাতি দেখেছে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য,

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৬ই ডিসেম্বর বাঙালির বিজয়ের দিন, মুক্তির দিন

অনুপম সেন

বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির ইতিহাসে ২৬শে মার্চ ও ১৬ই ডিসেম্বর দুটি অনন্য দিন: মুক্তিযুদ্ধ শুরুর দিন, মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের দিন। বাঙালির ইতিহাস সুপ্রাচীন। তার জাতিসত্তা কয়েক হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে নিশ্লোহুঙ, মঙ্গোলয়েড, ককেশীয় প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের সমন্বয়ে। এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন স্বাধীন রাজা, সুলতান ও নবাব রাজত্ব করেছেন। পাল রাজারা অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক এবং সেন রাজারা দ্বাদশ শতকে এই ভূখণ্ডে রাজত্ব করেছিলেন। এঁদের পরবর্তী বিভিন্ন সুলতান রাজত্ব করেছেন আরও প্রায় সাড়ে তিনশ বছর। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হিসেবে আমরা পাই সিরাজউদ্দৌলাকে, যিনি পলাশীর প্রান্তরে পরাজিত হয়েছিলেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রবার্ট ক্লাইভের কাছে। এই স্বাধীন রাজা বা সুলতানদের আমলে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ছিলেন তাঁরা বা তাঁদের অমাত্য, আমলারা। ইংরেজ আমলে ধনতন্ত্রের বহমানতার প্রয়োজনে দেশের কাতারে যুক্ত হয়েছি। সংবিধান ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে এই সব অর্জন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ এবং ইউনেস্কো আগামী বছর যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করবে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে দেশ, গণতন্ত্র ও সরকার বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের এই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ বিজয় দিবসে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

১৬ ডিসেম্বর...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

বিদেশিদের শাসনমুক্ত হতে হবে। বাঙালিরাও এই আন্দোলনে সামনের কাতারে থেকে সংগ্রাম করেছিল। বাঙালি মুসলমানরা ভারতবর্ষের পূর্বাংশে তাঁদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির জন্য লড়াই সংগ্রাম করেছে। এক পর্যায়ে তাঁরা পাকিস্তান ধারণাকেও মেনে নিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয